দৈনিক ইনকিলাব

৫১৭

তারিখ ...... NOV. 09 1999 ..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ .....

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গাংনী ডিগ্রী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ

মেহেরপুর জেলা সংবাদদাতা : আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গাংনী ডিগ্রী কলেজে প্রিন্সিপাল ও প্রভাষক নিয়োগের অভিযোগে কলেজ পরিচালনা পরিষদের তিন সদস্যের সাংবাদিক সম্মেলন। গত ২৭ অক্টোবর মেহেরপুর প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে কলেজ পরিচালনা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন এবং আবদুস সালাম স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল কাইয়ুম কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের পাশ কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই একটি জাতীয় দৈনিকে ১৫ জন শিক্ষক ও ৮ জন কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মতামতকে পাশ কাটিয়ে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অধ্যক্ষ কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় অভিভাক, প্রতিনিধি এবং শিক্ষক প্রতিনিধিরা শিক্ষক নিয়োগের স্থগিতাদেশ চেয়ে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় আদালত কর্তৃক নিয়োগ কার্যক্রমের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। কর্তৃপক্ষ আদালতের নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে ১৫ জন শিক্ষকের স্থলে ভাইস প্রিন্সিপাল ও ৫ জন শিক্ষককে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন (প্রভাষক মুজিবনগর কলেজ ও বিএনপি নেতা) আবদুস সালাম (প্রধান শিক্ষক গাঁড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিএনপি নেতা) তাদের লিখিত প্রতিবেদনে কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল কাইয়ুমকে একজন দুর্নীতিবাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। দুর্নীতির কারণে আবদুল কাইয়ুম ১৯৯২ সালে ২৪ জুলাই সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন। এ ব্যাপারে একটি মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে। দুর্নীতি দমন বিভাগের দায়েরকৃত দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলা মেহেরপুর জজ আদালতে বিচারাধীন আছে। ১৯৯৬ সালে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও আয়োমী লীগ নেতা মকবুল হোসেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হবার পর উক্ত দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষকে স্বপদে পুর্নবহাল করেন। স্বপদে বহাল হবার পর থেকেই তিনি আবারো তার পূর্বের কার্যকলাপে সক্রিয় হয়ে অনিয়ম তান্ত্রিকভাবে কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কলেজটিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।